27 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

এসএসসি ও এইচএসসি ইংরেজি পাঠ্যক্রমই ইংরেজি শিক্ষার অন্তরায়

ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতি লগ্নে ইংরেজি শিক্ষার তাৎপর্য সীমাহীন। এ দেশ ও দেশের মানুষকে উন্নতির দিকে ধাবিত করতে হলে বহির্বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে শিক্ষা-দীক্ষায়; ব্যবসা-বাণিজ্যে; অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষা করে সামনে এগোতে হবে। এই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজি ভাষা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যথাযথ সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীবৃন্দ ইংরেজি বিষয়ে খুবই দুর্বল। উদাহরণস্বরূপ, আমি এখানে বাংলা বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ করার অত্যন্ত লজ্জাজনক দু'টি ঘটনার অবতারণা করছি। জনৈক প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত এম এ ডিগ্রীধারী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তোমার আব্বা কী করেন? সে উত্তর দিয়েছে, হোয়াট মাই ফাদার ডুইং! আবার একজন শিক্ষক প্রার্থিনীকে জিজ্ঞেস করা হল—আমি তোমাকে খাওয়াব। তিনি উত্তর দিলেন আই ইট ইউ। উপরোল্লিখিত দু'টি বাক্যে কাল ও শব্দ ব্যবহারের মারাত্মক ভুল রয়েছে। আমাদের দেশের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বিদেশে চাকরি বা ব্যবসা করছে। তাদের অধিকাংশের অবস্থাই অত্যন্ত নাজুক। তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। তাদেরকে অত্যাবশ্যকীয় কথ্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে বর্ধিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের মানসম্মান রক্ষার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক পথ কিছুটা হলেও সুগম করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, ইংরেজি গ্রামার ব্যতীত ইংরেজি ভাষা জানা, বুঝা ও লেখা যায় না। তাই, এসএসসি ও এইচএসসি লেভেলে গ্রামারে কমপক্ষে ৫০ এবং কমিউনিকেটিভ-এ ৫০ নম্বর থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কোন অবস্থায়ই গ্রামার ব্যতীত কমিউনিকেটিভ ইংরেজি শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এ দু'টির সমান গুরুত্ব রাখা বিশেষভাবে কাম্য হওয়া উচিত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক পথ কিছুটা হলেও সুগম করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, ইংরেজি গ্রামার ব্যতীত ইংরেজি ভাষা জানা, বুঝা ও লেখা যায় না। তাই, এসএসসি ও এইচএসসি লেভেলে গ্রামারে কমপক্ষে ৫০ এবং কমিউনিকেটিভ-এ ৫০ নম্বর থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও এর আশু সমাধান একান্তভাবে কামনা করছি।

মোঃ কুতুব উদ্দিন,
সহকারী প্রধানশিক্ষক,
শহীদ আবু তালেব উচ্চ বিদ্যালয়,
মিরপুর ১০, ঢাকা।